

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

125897 - যবে ব্যক্ত শিষে তাশাহুদ না পড়বে সালাম ফরিয়ি ফলেছে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্ত শিষে তাশাহুদরে জন্য বসছেন; কনিতু তাশাহুদ উচ্চারণ করতে ভুলে গছেন— তার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

শিষে তাশাহুদ পড়া ও এর জন্য বসা নামায়রে দু'টো রুকন; এ দুটো ব্যতীত নামায় সহি হবে না।

"যাদুল মুসতাকনি" গ্রন্থে নামায়রে রুকনসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়ছে: "শিষে তাশাহুদ ও এর জন্য বসা"।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "শিষে তাশাহুদ হচ্ছ— নামায়রে দশম রুকন। এর দলিল হচ্ছ— আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিস তিনি বলেন: আমাদরে উপর তাশাহুদ ফরয় করার আগে আমরা বলতাম: **السلام على الله من عباده**, **السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان** (বান্দাদরে পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি সালাম। জব্রাইল ও মিকাইলের প্রতি সালাম এবং অমুক ও অমুকরে প্রতি সালাম)। [দারাকুতনী সহি সনদে বর্ণনা করছেন] এ হাদিসরে দলিলযোগ্য অংশ হচ্ছ "আমাদরে উপর তাশাহুদ ফরয় করার আগে"।

যদি কটে বলে: আমাদরে অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করছ— প্রথম তাশাহুদ। যহেতে প্রথম তাশাহুদও তাশাহুদ; অথচ তা সত্ববেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম তাশাহুদ ছড়ে দিয়েছিলেন এবং সাহু সজেদার মাধ্যমে এ ভুলকে শোধরানোর চেষ্টা করছেন। এটা তো ওয়াজবি আমলরে হুকুম। তাই শিষে তাশাহুদরে বধিানও কানুরূপ হবে না?

জবাব হচ্ছ: না। মূল বধিান হচ্ছ দুটো তাশাহুদই ফরয়। এই বধিান থেকে প্রথম তাশাহুদ সুন্নাহর দলিলরে ভিত্তিতে বরিয়ে গেলে। যহেতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাশাহুদ ছড়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি সাহু সজেদার মাধ্যমে সটোর ক্ষতপূরণ করছেন। অতএব, শিষে তাশাহুদ এর মূল বধিান রুকন হিসেবে ফরয় হওয়ার উপর অটুট থাকল।

"এর জন্য বসা" এটা নামায়রে একাদশ রুকন। অর্থাৎ তাশাহুদরে জন্য শিষে বঠেক রুকন। ধরে নহি কটে একজন সজেদা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

থেকে সোজা দাঁড়িয়ে গলে এবং দাঁড়িয়ে তাশাহ্‌হুদ পড়ল—এভাবে জায়বে হবে না।। যহেতে সবে ব্যক্তি নামায়রে একটী রুকন ছড়ে দয়িছে। সটো হল বঠৈক। তাকে অবশ্যই বসতে হবে এবং তাশাহ্‌হুদটী অবশ্যই বসে পাঠ করতে হবে। যহেতে তনী বলছেন: "এর জন্য বসা" এ কথা মাধ্যমে তনী বঠৈককে তাশাহ্‌হুদরে সাথে সম্বন্ধতি করছেন এ কথা বুঝানোর জন্য য়ে, তাশাহ্‌হুদ অবশ্যই একই বঠৈক হতে হবে।[আল-শারহুল মুমতী (৩/৩০৯) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

যে ব্যক্তি নামায়রে কোন একটী রুকন আদায় করতে ভুলে গেছে তার উপর অনবির্য হল সটো আদায় করা; নচেং তার নামায শুদ্ধ হবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "আরকানগুলোও ওয়াজবি (আবশ্যকীয়) এবং ওয়াজবিগুলোর চয়ে রুকনসমূহ অধিক তাগদিপূর্ণ। তবে রুকনগুলো ওয়াজবিগুলোর চয়ে এদকি থেকে আলাদা য়ে, ভুলে গেলে রুকনগুলো মওকুফ হয় না; অথচ ওয়াজবিগুলো মওকুফ হয়ে যায় এবং সাহু সজেদা দয়োর মাধ্যমে ওয়াজবি বাদ পড়ার ক্ষতি পূর্ণ করা যায়। কনিতু রুকনগুলো এর বপিরীত। তাই ভুলবশতঃ কোন রুকন ছুটে গেলে সটো আদায় করা ছাড়া নামায সহহি হয় না।"

তনী আরও বলেন: "সাহু সজেদার মাধ্যমে রুকনগুলোর ক্ষতিপূর্ণ না হওয়ার দললি হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যোহর বা আসররে নামায়রে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেলনে তখন তনী নামায়রে অবশ্যিটাংশ আদায় করে নামায সম্পূর্ণ করলনে এবং সাহু সজেদা দলিনে। এতে করে প্রমাণতি হল য়ে, ভুলে গেলেও রুকনগুলো মওকুফ হয় না। বরং সগুলো সম্পন্ন করতে হয়।"[আল-শারহুল মুমতী (৩/৩১৫, ৩২৩)]

অতএব, য়ে ব্যক্তি শিষে তাশাহ্‌হুদ না পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেছেন যদ বিশে বিলিম্ব না হয় তাহলে তনী পুনরায় নামাযে ফরিয়ে যাবনে এবং বসে তাশাহ্‌হুদ পড়ে তারপর সালাম ফরিবনে। এরপর সাহু সজেদা দবিনে। এরপর পুনরায় সালাম ফরিবনে। আর যদ বিশে দরী হয়ে যায় তাহলে গটো নামায পুনরায় পড়বনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।